খসড়া

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩

জলজসম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের নদীমাতৃক বাংলাদেশ। প্রকৃতি ও অনুকূল পরিবেশের কারণে চিরায়ত বাংলার সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে মৎস্য সম্পদ এদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অবস্থানগত কারণে দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, প্লাবনভূমি ও পুকুর-দিঘি মাছ ও জলজ জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং উৎপাদনশীল। তাছাড়া মাছ ও চিংড়ি প্রজননের অন্যতম স্থান ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত অভয়াশ্রমসমূহ জলজ জীববৈচিত্র্য আরও সমৃদ্ধ করেছে। জলাভূমিতে মিঠাপানির বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি ছাড়াও বৈচিত্র্যময় জলজ উদ্ভিদ ও আগাছা এবং প্রাণীর উপস্থিতিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ২৬১ প্রজাতির মাছ ও ২৪ প্রজাতির চিংড়ি প্রাপ্তির বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বহুবিধ কারণে জলজ আবাসস্থল অবক্ষয়ের ফলে অনেক দেশীয় প্রজাতির মাছ হুমকির সন্মুখীন। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জলজ জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং দেশীয় প্রজাতির মৎস্যের অবাধ প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি তথা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল প্রকার জলাশয় উৎপাদনমুখী ও জৈবিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা একান্ত অপরিহার্য। এ ব্যবস্থাপনার অধিক কার্যকর যেসব প্রযুক্তি রয়েছে তার মধ্যে সারা বিশ্বে 'মৎস্য অভয়াশ্রম'(Fish Sanctuary) স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর প্রযুক্তি। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ৪০০ এর বেশি অভয়াশ্রম রয়েছে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন সংকটাপন্ন বা বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি যেমন- দেশি সরপুঁটি, দেশি কৈ, রিটা, কাজলি, চাকা, গজার, ভাগনা, জাত পুঁটি, তিত পুঁটি, গাং গুতুম, চ্যাগা, কাকিলা, ভাংনা, ভাঙ্গন বাটা, চান্দা, ফলি, চেলি, আইর, বোয়াল, পয়া, গুচি, পাবদা, খোগসা, গুতুম, খলিসা, চাপিলা, বারিয়া, চোপড়া, চান্দা, চেকা, বাইম, আইচেং, বাতাসী, চিতল, বৈরালী ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে এবং প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে টেকসই উৎপাদন (Sustainable Production) অব্যাহত রাখতে জলাশয়ে 'মৎস্য অভয়াশ্রম' স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নকল্পে জলাশয়ের তীরবর্তী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জেলে ও জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণে মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিচালনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং সেই আলোকে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা আবশ্যক। অভয়াশ্রম স্থাপন এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এসকল কার্যক্রমের সমন্বিত ও সফল বাস্তবায়নের জন্য একটি যুগোপযোগী নির্দেশিকা প্রণয়ন আবশ্যক।

২.০ শিরোনাম:

এ নির্দেশিকা "অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩" নামে অভিহিত হবে;

৩.০ সংজ্ঞার্থ:

৩.১ "**জলাশয়**" অর্থ সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রাকৃতিক কোন উন্মুক্ত অথবা বদ্ধ জলাশয় বা জলমহাল, নদী, হাওর, বাঁওড়, বিল, প্লাবনভূমি, মরা নদী, হ্রদ বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট কোনো জলাশয়;

৩.২ **''মৎস্য''** অর্থ সকল প্রকারের কোমল অস্থি ও কঠিন অস্থিবিশিষ্ট মাছ (Cartilaginous and Bony Fishes), স্বাদু ও লবণাক্ত পানির চিংড়ি (Prawns and Shrimps), উভচর জলজ প্রাণি (Amphibians), কচ্ছপ বা কাছিম (Tortoises/Turtles), কুমির (Crocodiles), কাঁকড়া জাতীয় প্রাণি (Crustaceans), শামুক বা ঝিনুক জাতীয় জলজ প্রাণি (Molluscs), সিলেনটারেটস (Coelenterates), একাইনোডার্মস (Echinoderms), ব্যাঙ (Frogs/Toads) এবং উল্লিখিত জলজ প্রাণী অথবা প্রাণীসমূহের জীবন্ত কোষ ও জীবনচক্রের যে কোন ধাপ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোনো জলজ প্রাণী;

৩.৩ "**অভয়াশ্রম**" অর্থ জলাশয়ের একটি নির্দিষ্ট এলাকা যেখানে মাছ ও অন্যান্য জলজ জীব নিরাপদ আশ্রয়ে নির্বিঘ্নে প্রজনন ও বিচরণ করে, উপযুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠে এবং যেখানে সাধারণত সারা বছর বা বছরের নির্দিষ্ট সময় মাছ ও অন্যান্য জলজ জীব আহরণ/নিধন নিষিদ্ধ থাকে।

৩.৪ **"বাফার জোন"** অর্থ যেকোনো জলমহাল/জলাভূমির অভয়াশ্রম অধিকতর সুরক্ষার জন্য এর চারদিকে নির্ধারিত এমন স্থান, যেখানে মানুষ কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন: ভূমি বা পানি ব্যবহারের পাশাপাশি জলাভূমির প্রকৃতি, মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়;

৩.৫ **"মৎস্যজীবী"** অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত জেলে/মৎস্যজীবী যিনি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কোনো জলাশয়ে পেশাগতভাবে জাল, অন্যান্য সরঞ্জাম অথবা নৌকা অথবা নৌযান ব্যবহারপূর্বক সারা বছর অথবা বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে (ন্যূনতম ৪ মাস) মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন; যিনি সাধারণভাবে জেলে হিসেবে পরিচিত।

৩.৬ **"ব্যবস্থাপনা"** অর্থ অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহীত সার্বিক ব্যবস্থাপনা;

৩.৭ **"মৎস্যজীবী সংগঠন"** অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত জেলে/মৎস্যজীবীদের সংগঠন, যা স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে নিবন্ধিত বা অনুমোদিত;

৩.৮ **"সমাজভিত্তিক বা সহব্যবস্থাপনা সংগঠন"** অর্থ কোন অভয়াশ্রম তথা জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভীষ্ট সুফলভোগী জনগোষ্ঠী ও মৎস্যজীবী/জেলেদের অংশগ্রহণে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বা অনুমোদিত সংগঠনকে বুঝাবে।

৩.৯ **"সুফলভোগী"** অর্থ অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের তীরবর্তী বা চতুষ্পার্শ্বের এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এবং জেলে ও তাদের পরিবার যাদের জীবন ও জীবিকা সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে উক্ত জলাশয় হতে মাছ ও অন্যান্য জলজজীব আহরণের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

৩.১০ '**সমিতি**' অর্থ সমবায় অধিদপ্তর বা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত সমিতি;

৩.১১ **'কমিটি'** বলতে এ নির্দেশিকার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠিত বিভিন্ন কমিটি;

৩.১২ '**মহাপরিচালক**' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

৩.১৩ '**প্রকল্প পরিচালক**' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের 'প্রকল্প পরিচালক', 'পরিচালক', 'জাতীয় প্রকল্প পরিচালক' বা অন্য কোন নামে অভিহিত প্রকল্পের প্রধান;

৩.১৪ **'কর্তৃপক্ষ'** বলতে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্মকর্তা; এবং

৩.১৫ '**সরকার**' বলতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৪.০ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

৪.১ **লক্ষ্য:**

দেশীয় প্রজাতির মাছের অবাধ প্রজনন, বিলুপ্তপ্রায় মাছের বংশ রক্ষা এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলজ পরিবেশের উন্নয়ন;

৪.২ **উদ্দেশ্য**

৪.২.১ জলজ জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রাচুর্য্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাছের নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা এবং জলাশয়ে মাছের টেকসই উৎপাদন অব্যাহত রাখা;

৪.২.২ মাছের আকার ও প্রজাতি বিশেষে মাছ আহরণ নিয়ন্ত্রণ করা;

৪.২.৩ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য ও কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা;

৪.২.৪ অনুকূল জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশ/বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার;

৪.২.৫ সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা/সহব্যবস্থাপনার (co-management) মাধ্যমে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং কাঙ্খিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন;

৪.২.৬ প্রাকৃতিক মৎস্য মজুদ ও অন্যান্য জলজ জীবের বৃদ্ধি ঘটানো; এবং

৪.২.৭ বিলুপ্তপ্রায় বা সংকটাপন্ন মৎস্য প্রজাতির প্রজননের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি।

৫.০ প্রয়োগক্ষেত্র:

৫.১ এই নির্দেশিকা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সকল জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য হবে।

৫.২ এটি সারা বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে;

৫.৩ এটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে।

৬.০ মৎস্য অভয়াশ্রমের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়:

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় স্বার্থ, স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা, প্রাতিবেশিক নিয়ামকসমূহ অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে মৎস্য অভয়াশ্রমের স্থান নির্বাচনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৬.১ মৎস্য অভয়াশ্রমের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নদী বা নদীর অংশবিশেষ, মরা নদী, নদীর কুম/কোল/ডোয়ার, ছড়া, বিল, হাওর, বাঁওড়, হ্রদ, প্লাবনভূমি বা প্লাবনভূমির অন্তর্গত জলাশয়ের গভীরতম অংশ বা প্রজনন উপযোগী অন্য যে-কোনো স্থানকে বিবেচনা করা যাবে যেখানে সারা বছর বা বছরের কোনো নির্দিষ্ট মৌসুমে মাছের প্রজনন ও বিচরণ উপযোগী গভীরতায় পানি থাকে;

৬.২ যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির প্রজননক্ষম মাছ (Brood Fish) বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে, যে স্থান মাছের রেণু/পোনা/চারা (Spawn/ Fry/ Fingerling/ Juvenile)- এর লালনক্ষেত্র (Nursery Ground) হিসেবে ব্যবহৃত হয়;

৬.৩ ক্ষেত্র বিশেষে স্রোতশীল/প্রবহমান নদীর অংশবিশেষ যা বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজননস্থল ও নার্সারি গ্রাউন্ড হিসেবে চিহ্নিত;

৬.৪ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের পূর্বে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শনপূর্বক স্থানীয় জনসাধারণের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study), পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও জলবায়ুর প্রভাব (Environmental, Economic and Climate Impact Assessment) বিবেচনাসহ প্রাকজরিপ (Baseline Survey) করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৬.৫ অভয়াশ্রমের স্থান নির্বাচনে জলমহালের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ (Ecosystem), পলি ভরাট, কৃষি জমিতে পানির ব্যবহার, জলাশয়ে নৌ চলাচল রুট বা ফেরিঘাটের অবস্থান, পানি দুষণের উৎসস্থল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

৬.৬ মৎস্য অভয়াশ্রমের জন্য নির্বাচিত জলাশয়টি সহজে যাতায়াত ও তদারকযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়;

৬.৭ প্রস্তাবিত জলাশয়ের ওপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকায়ন এবং নির্ভরশীলতার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে;

৬.৮ অভয়াশ্রমের স্থান নির্বাচনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ/ স্থানীয় প্রশাসন হতে অনাপত্তি পত্র (NOC) সংগ্রহ করতে হবে। অনাপত্তি পত্রের (NOC) মেয়াদ নূন্যপক্ষে ৫ বছর হওয়া সমীচীন হবে।

৭.০ মৎস্য অভয়াশ্রমের আয়তন নির্ধারণ:

৭.১ জলাশয়ের উপযোগিতা, ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, অবস্থা ভেদে মাছের প্রজাতির ভিন্নতা ও জীবন প্রক্রিয়া, জলাশয়ের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং বাজেট প্রাপ্তি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জলাশয়ে স্থাপিত অভয়াশ্রমের আয়তন নির্ধারণ করা যাবে;

৭.২ মৎস্য অভয়াশ্রমের আয়তন ও সীমানা সুনির্দিষ্ট থাকবে। স্থাপিত অভয়াশ্রমের চারদিকে লাল পতাকা লাগিয়ে সীমানা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে হবে;

৭.৩ স্থাপিতব্য অভয়াশ্রমের চতুষ্পার্শ্বে অভয়াশ্রমের আয়তনের ১০% অতিরিক্ত স্থান এবং নদী বা বদ্ধ খালে স্থাপিত অভয়াশ্রমের ন্যূনতম ১০% উজান ও ভাটিতে 'নিরপেক্ষ স্থান' বা 'Buffer Zone' হিসাবে চিহ্নিত করে হলুদ পতাকা দ্বারা দৃষ্টিগ্রাহ্য করে সংরক্ষণ করতে হবে। 'নিরপেক্ষ স্থান' বা 'Buffer Zone' এও মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকবে।

৮.০ মৎস্য অভয়াশ্রমের প্রকারভেদ:

বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণীর আবাসস্থল, প্রজনন আচরণ, অভিপ্রায়ণ ও অভিগমন (Movement and Migration) এবং তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা বিবেচনায় রেখে প্রজাতি ভেদে প্লাবনভূমি, বিল, নদী, মরা নদী, হাওর, বাঁওড়, নদীর কোল/কুম/ডোয়ার ছোট জলাশয় ইত্যাদি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অভয়াশ্রম স্থাপন করা যাবে। অভয়াশ্রম আয়তনে বড় এবং স্থায়িত্ব দীর্ঘ হলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। অস্থায়ী বা মৌসুমী অভয়াশ্রম অপেক্ষা দীর্ঘ মেয়াদে অভয়াশ্রম স্থাপনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জলাশয়ের প্রকৃতি ও উপযোগিতা, মাছের প্রজাতির বৈচিত্র্যতা ও জীবন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিবেচনায় নিম্নোক্ত ৩ (তিন) প্রকারের অভয়াশ্রম স্থাপন করা যাবে।

৮.১ **স্বল্প মেয়াদী বা মৌসুমী অভয়াশ্রম:**

- প্লাবনভুমি বা বিলে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন মৌসুমে মৌসুমী অভয়াশ্রম স্থাপন করা যাবে;
- মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণির জীবনচক্রের সংকটকালীন সময়ে আশ্রয় গ্রহণকারী স্থানটিকেও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন- খরা মৌসুম) অভয়াশ্রম হিসেবে সংরক্ষণ করা যাবে;
- কৈ, শিং, মাগুর, শোল, টাকি, গজার ইত্যাদি মাছ যে স্থানে ডিম ছাড়ে ও পোনা লালন করে (parental care) সেসব স্থানে মাছ আহরণে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে এ ধরনের

অভয়াশ্রম স্থাপন করা যাবে; এবং

- স্বল্প মেয়াদী অভয়াশ্রম ন্যূনপক্ষে ০১ (এক) বছর হতে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী হবে।

৮.২ **মধ্য মেয়াদী অভয়াশ্রম:**

- কোন জলাশয়ের কোন নির্দিষ্ট এলাকায় কয়েক বছর মেয়াদে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করে মধ্য মেয়াদী অভয়াশ্রম স্থাপন করা যাবে;
- জলাশয়ের যে অংশে মাছ জীবনচক্রের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে এমন জায়গায় স্থাপন করা যাবে;
- নদী/বিশেষায়িত জলাশয়ে এ ধরণের অভয়াশ্রম স্থাপন করা যাবে;
- অভয়াশ্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট জলাশয় সুফলভোগী দলের অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদে লিজ প্রদান করা যাবে; এবং
- মধ্য মেয়াদী অভয়াশ্রম ন্যূনপক্ষে ০৬ (ছয়) বছর হতে ১৫ (পনর) বছর মেয়াদী হবে।

৮.৩ **স্থায়ী অভয়াশ্রম:**

- জলাশয়ের প্রকৃতি ও উপযোগিতা অনুযায়ী নদী/জলাশয়ের নির্দিষ্ট অংশে স্থায়ী অভয়াশ্রম ঘোষণা করা যাবে;
- স্থায়ী অভয়াশ্রম নিয়মিত মেরামত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
- অভয়াশ্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জলাশয় সুফলভোগী দলের অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদে লিজ প্রদান করা যাবে।

৯.০ মৎস্য অভয়াশ্রমের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/স্থাপন:

৯.১ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন/নির্মাণে স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন সহজলভ্য, টেকসই ও কার্যকর, পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে, অভয়াশ্রমকে টেকসই করার জন্য আধুনিক পদ্ধতি ও কার্যক্রমের সমন্বয় করা যাবে;

৯.২ জলমহালের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অভয়াশ্রম স্থাপনের জন্য লাগসই পদ্ধতিতে বাঁশ, বাঁশের কঞ্চি, গাছের ডালপালা, গাছের গুঁড়ি, কাঠ, দড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে কাঠা (Brush pile) স্থাপন করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে পলি জমে (Siltation/Silt Sedimentation) জলাশয় যেন ভরাট না হয় এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে;

৯.৩ অভয়াশ্রম নির্মাণ সামগ্রী অবশ্যই পচনশীল (Biodegradable) হবে এবং সমস্ত উপকরণ শুকনো অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে;

৯.৪ প্রবাহমান নদীতে অভয়াশ্রম এলাকার সীমানা চিহ্নিত করে "**মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা (No Fishing Zone)**" প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

৯.৫ অভয়াশ্রমের নির্মাণ কাজ শুষ্ক মৌসুমে শুরু করে শুষ্ক মৌসুমেই শেষ করতে হবে।

১০.০ মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমিটিসমূহ:

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও সমন্বয়ের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ০৩ (তিন)টি কমিটি থাকবে

১০.১ **মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি:**

মৎস্য অভয়াশ্রমের ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার জন্য অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী স্থানীয় সুফলভোগী জনগোষ্ঠী, মৎস্যজীবী/জেলে ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে যা -সমাজভিত্তিক বা সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হবে। অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এসব সমাজভিত্তিক সংগঠনের ওপর ন্যস্ত করা যাবে।

অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে নিম্নোক্ত নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে –

- উপজেলা মৎস্য অফিস সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের তীরবর্তী/পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রকৃত জেলে এবং জলাশয় ব্যবহারকারী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবেন;
- স্থাপিত বা ঘোষণাকৃত অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের ওপর নির্ভরশীল জেলে ও দলমত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব জনগোষ্ঠীর কমপক্ষে ৮০% প্রতিনিধি এবং জলাশয় সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে অবশিষ্ট ২০% সদস্য নিয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে।
- উপজেলা অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন প্রদান করবে;
- উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে কমিটিতে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ২ জন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

- মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে ২০% নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং এর কার্যপরিধি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের সুফলভোগীদের অবহিত রাখতে হবে।
- মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটির রূপরেখা নিম্নরূপ হবে:

(ক)	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ ক্ষেত্র সহকারী	উপদেষ্টা
(খ)	সভাপতি	১ জন
(গ)	সহ-সভাপতি	২ জন (জেলে/ মৎস্যজীবী) - তন্মধ্যে নারী বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ০১ জন
(ঘ)	সাধারণ সম্পাদক	১ জন (জেলে/ মৎস্যজীবী)
(ঙ)	যুগ্ম সম্পাদক	২ জন - তন্মধ্যে নারী বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ০১ জন
(চ)	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
(ছ)	কোষাধ্যক্ষ	১ জন
(জ)	সদস্য	৭ -৯ জন
	মোট =	১৫ - ১৭ জন

১০.১.১ **কমিটির কার্যপরিধি:**

- নির্মিতব্য অভয়াশ্রমের স্থান চিহ্নিতকরণ, সুষ্ঠুভাবে নির্মাণসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবে;
- মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা, মেরামত ও নিরাপত্তা/পাহারা নিশ্চিত করবে;
- অভয়াশ্রমের সীমানার ভিতর সুফলভোগীসহ সকলকে মৎস্য বা যে-কোন প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ হতে বিরত রাখবে;
- অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি দেখা দিলে তা নিরসন, প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানের জন্য উপজেলা অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটিতে প্রেরণ করবে;
- সার্বিক ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কার্যক্রমের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, সুফলভোগীদের ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত উপকরণাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনা করবে;
- মৎস্য আইনের বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন এবং এতদ্বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে সহায়তা প্রদান করবে;
- ব্যবস্থাপনা কমিটি সার্বক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী জনগোষ্ঠীকে মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের কারিগরি কলাকৌশল সম্বন্ধে সচেতন করবে এবং মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা মৎস্য কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
- ব্যবস্থাপনা কমিটি জলমহালে অ-মৎস্যজীবী অনুপ্রবেশ রোধে অননুমোদিত জেলে/মৎস্যজীবীদের চিহ্নিত করবে এবং এ ব্যাপারে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান করবে;
- ব্যবস্থাপনা কমিটি অভয়াশ্রমে বিদ্যমান মাছ ও অন্যান্য জলজ জীব এর স্বাস্থ্য, পানির গুনাগুন ও মাছের মজুত মনিটরিং করবে এবং কোন মৎস্য রোগ দৃষ্টিগোচর হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অবগত করবে; উপজেলা মৎস্য অফিস মৎস্য স্বাস্থ্য, পানির গুনাগুন ও মাছের মজুত পর্যবেক্ষণ করত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- কমিটি উপকারভোগীদের সমন্বয়ে মাছের মজুত ও বংশ বৃদ্ধিসহ জলাশয়ের মাছের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে হুমকির সন্মুখীন না হয়, তা নিশ্চিত করবে; এবং
- কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একবার সভা করবে;
- কমিটি মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপজেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি/সিনিয়র/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রতি মাসে প্রেরণ করবে।

১০.২ উপজেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি

প্রতিটি উপজেলায় 'উপজেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি' নামে নিম্নরূপ কমিটি থাকবে।

(ক)	মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা)	প্রধান উপদেষ্টা
(খ)	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
(গ)	মেয়র পৌরসভা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	উপদেষ্টা
(ঘ)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(ঙ)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(চ)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(ছ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
(জ)	থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(ঝ)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(ঞ)	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
(ট)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(ঠ)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(ড)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সদস্য
(ঢ)	স্থানীয় মৎস্যজীবী প্রতিনিধি – একজন (সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ণ)	এনজিও প্রতিনিধি – একজন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ত)	অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন প্রতিনিধি (সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(থ)	সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

* কমিটি প্রয়োজনে ২ (দুই) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

১০.২.১ কমিটির কার্যপরিধি:

ক) মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

খ) উপজেলার মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা নিরসনে জেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ;

গ) উপজেলার মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;

ঘ) দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ, আহরণ ও জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

ঙ) মৎস্যবান্ধব স্থাপনা নির্মাণসহ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালনে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহ প্রদান;

চ) মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচী/প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়নে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

ছ) মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সুপারিশ প্রদান;

জ) সুফলভোগীদেরকে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের কারিগরি কলাকৌশল সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ;

ঝ) মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের মাসিক/ত্রৈমাসিত প্রতিবেদন জেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি/জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ; এবং

ঞ) মৎস্য অভয়াশ্রম সুষ্ঠুভাবে স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর কার্যক্রম সম্পাদন;

১০.৩ **জেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি:**

প্রতিটি জেলায় 'জেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি' নামে একটি কমিটি থাকবে।

(ক)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা)	উপদেষ্টা
(খ)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(গ)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(ঘ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(ঙ)	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(চ)	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(ছ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
(জ)	সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(ঝ)	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
(ঞ)	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
(ট)	জেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
(ঠ)	পৌরসভার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সদস্য
(ড)	স্থানীয় মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধি (জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত দুই জন)	সদস্য
(ঢ)	এনজিও প্রতিনিধি – একজন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত দুই জন)	সদস্য
(ণ)	সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) (জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত দুই জন)	সদস্য
(ত)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

* কমিটি প্রয়োজনে ২ (দুই) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

১০.৩.১ **কমিটির কার্যপরিধি:**

(ক) মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলার মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা নিরসনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(গ) 'উপজেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি'র কার্যক্রম পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
(ঘ) দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
(ঙ) মৎস্য বান্ধব স্থাপনা নির্মাণসহ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালনে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহ প্রদান;
(চ) মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন;
(ছ) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান, প্রয়োজন সাপেক্ষে যে-কোনো ধরনের প্রচারপত্র/সার্কুলার জারির ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
(জ) মৎস্য অভয়াশ্রম সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও তদারকীকরণ।

১১.০ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন/নির্মাণ ব্যয় সংক্রান্ত নির্দেশাবলী:

১১.১ প্রতিটি অভয়াশ্রম স্থাপনের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর অভয়াশ্রমের একটি প্রকৌশলগত পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রাক্কলন তৈরি করতে হবে।

১১.২ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন/নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ব্যয় অভয়াশ্রমের আয়তন, ধরন ও ব্যবহৃত উপকরণের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে;

১১.৩ সরকারের পরিচালন ও উন্নয়ন খাত বা স্থানীয় তহবিল (জেলা/উপজেলা পরিষদ) হতে অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় অর্থ ব্যয় হবে;

১১.৪ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্যক্ষেত্রে আবর্তক তহবিল (Revolving Fund) বা আয়বর্ধক তহবিল (Endowment Fund) -এর সংস্থান করতে হবে;

১১.৫ প্রকল্পের অর্থায়নে স্থাপিত অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন খাত হতে পরিচালিত হবে।

১২.০ উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা:

১২.১ মৎস্য অভয়াশ্রমের সুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম সংলগ্ন জেলে, জনসাধারণ ও অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা সভা, উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা যাবে;

১২.২ মৎস্য অভয়াশ্রম বিষয়ে জনবহুল স্থান, যেমন- স্থানীয় হাট-বাজার, মেলা, জেলেপাড়া, পাড়া-মহল্লা ইত্যাদিতে ব্যাপক মাইকিং, পোস্টারিং, প্রচারপত্র বিতরণের মাধ্যমে কার্যকরী প্রচার চালানো যেতে পারে;

১২.৩ প্রযোজ্যক্ষেত্রে সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড স্থাপন, পথনাটকের আয়োজন, রেডিও, টিভি, ফিলার, জিঙ্গেল ইত্যাদি দ্বারা জনসচেতনতা বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

১২.৪ জেলা ও উপজেলা মৎস্য অফিস ছাড়াও জেলা ও উপজেলা প্রশাসন হতে স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রমের বিষয়ে পরিপত্র (সার্কুলার)/প্রচারপত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ এবং এ বিষয়ে নিয়মিত গণসচেতনতামূলক সভা করা যাবে।

১৩.০ মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য নির্দেশনা:

১৩.১ মৎস্য অভয়াশ্রম ও বাফার জোন (Buffer zone) হতে মাছ আহরণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে হবে, তবে বাফার জোন (Buffer zone) এর বাইরে মৎস্য আইন মেনে মাছ আহরণ করা যাবে;

১৩.২ অভয়াশ্রম একাধিক উপজেলা/জেলায় অবস্থিত হলে অভয়াশ্রমের বেশীরভাগ অংশ যে উপজেলা/জেলায় থাকবে সেই উপজেলা ও জেলা কমিটি অথবা সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা কমিটিসমূহ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সার্বিক সমন্বয় সাধন করবেন; অভয়াশ্রম একাধিক উপজেলা, জেলা ও বিভাগে অবস্থিত হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা কমিটিসমূহ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা করবে এবং মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সার্বিক সমন্বয় সাধন করবেন।

১৩.৩ পলি জমে বা অন্যান্য কারণে অভয়াশ্রমের তলদেশ ভরাট হলে অভয়াশ্রমের অবস্থা বিবেচনা করে খনন/পুনঃখনন করা যাবে, তবে এক্ষেত্রে অভয়াশ্রমের মাছ কোনোভাবেই ধরা যাবে না;

১৩.৪ কার্যকরী অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার জন্য অভয়াশ্রমের নিকটস্থ খাস জলাশয় ইজারা প্রদানে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় জড়িত সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সমিতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

১৩.৫ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে sports fishing/recreational fisheries চালু করতে পারবে;

১৩.৬ পানি প্রাপ্যতার সংকটকালে বা শুষ্ক মৌসুমে অভয়াশ্রমে প্রয়োজনে সেচ দিয়ে পানি সরবরাহ করে অভয়াশ্রমের মাছ সংরক্ষণ করতে হবে;

১৩.৭ স্থানীয়ভাবে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছ প্রাকৃতিক উৎস হতে বা কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসম্পন্ন কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা বা ব্রুড অভয়াশ্রমের জলাশয়ে মজুত করা যাবে।

১৩.৮ আয়তনের ওপর ভিত্তি করে একটি জলাশয়ে একাধিক অভয়াশ্রম স্থাপন করা যাবে;

১৩.৯ ব্যক্তি মালিকানাধীন, সরকারি খাস, ইজারাধীন, ইজারামুক্ত এরূপ উপযুক্ত যে কোনো জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপন করা যাবে;

১৩.১০ যেসব জলমহালে অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে সেসব জলমহাল ইজারা প্রদানের সময় মৎস্য অভয়াশ্রমের অংশটুকু (বাফারজোনসহ) ইজারামুক্ত রাখতে হবে;

১৩.১১ ইজারাকৃত উপযুক্ত জলমহালের মোট জলায়তনের কমপক্ষে ৫% এলাকা আবশ্যিকভাবে মৎস্য অভয়াশ্রমের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে, যা উপজেলা অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং সুপারিশক্রমে বাড়ানো যাবে।

১৩.১২ নদীর ক্ষেত্রে নদীর বিভিন্ন খন্ডিত অংশের প্রতিটিতে আলাদা আলাদা অভয়াশ্রম স্থাপন করা যাবে;

১৩.১৩ স্থাপিত অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ এর জন্য পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটে অর্থের সংস্থান থাকবে;

১৩.১৪ অভয়াশ্রমে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সময়কাল উল্লেখ করে অভয়াশ্রম এলাকায় মাছ আহরণে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা যাবে।

১৩.১৫ অভয়াশ্রমের মাছ চুরি, অবৈধভাবে মাছ আহরণ ও উপকরণ চুরি ঠেকাতে গার্ডসেড নির্মাণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌকা/ইঞ্জিন চালিত নৌকার সংস্থান, শ্রমিক ও পাহারাদার নিযুক্ত করা যাবে; এবং

১৩.১৬ 'মৎস্য অভয়াশ্রম' হতে অবৈধভাবে মাছ আহরণ/শিকার বন্ধে "মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন (The Protection and Conservation of Fish Act) ১৯৫০" ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন প্রয়োগ করা যাবে।

১৩.১৭ মৎস্য অভয়াশ্রম পরিচালনা/ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি দেখা দিলে এবং উপজেলা অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটিতে সমস্যা সমাধান করা না গেলে তা সংশ্লিষ্ট জেলা অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটিতে প্রেরণ করবে এবং জেলা অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি সমস্যা সমাধান করতে না পারলে তা সমাধানের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে;

১৩.১৮ মৎস্য অভয়াশ্রম পরিচালনাকারী মৎস্যজীবী বা সমাজভিত্তিক সংগঠন তালিকাভুক্ত উপকারভোগীদের পক্ষে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তর/প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জলাশয় গ্রহণ করবেন; গৃহীত জলাশয়ে স্থাপিত অভয়াশ্রমের ক্ষতি না করে বৈধ উপায়ে মাছ আহরণ, মাছ বাজারজাতকরণসহ জলাশয়ে অন্যান্য সম্পদ আহরণ ও ভোগ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম এবং সুফলভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা প্রদান এবং সুফলভোগীদের কল্যাণার্থে জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরের সাথে জলাশয়ের সার্বিক কার্যক্রমের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে;

১৩.১৯ প্রকল্পকালীন সময়ে স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রমের জৈবিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে পরিচালনাকারী মৎস্যজীবী/সমাজভিত্তিক সংগঠন প্রকল্প সমাপ্তির পরে সংগঠনের নিজস্ব অর্থে বা সরকারি তহবিলের সহায়তায় অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম চলমান রাখবে;

১৩.২০ প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখিত কোনো জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপন করা না গেলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সহযোগিতায় উপযুক্ত জলাশয় প্রাপ্তি সাপেক্ষে এবং উপজেলা/জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশক্রমে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করে নিয়মানুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করে অন্যত্র অভয়াশ্রম স্থাপন করতে পারবেন।

১৩.২১ অভয়াশ্রমে সরকারি অর্থে পোনা মজুদ করা যাবে; এবং

১৩.২২ অভয়াশ্রম স্থাপনের পূর্বে **সংযোজনী-১** মোতাবেক বেজলাইন তথ্য এবং অভয়াশ্রম স্থাপনের পরে **সংযোজনী-২** মোতাবেক প্রভাব নিরূপন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। ছকপত্রটি মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা যাবে;

১৪.০ পরিবেশ সংরক্ষণ:

১৪.১ অভয়াশ্রম স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত উপকরণাদি অবশ্যই পরিবেশ বান্ধব হতে হবে, অভয়াশ্রম স্থাপনে এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ বা এমন কোন সামগ্রী ব্যবহার করা যাবে না যা সামগ্রিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হবে;

১৪.২ জলাশয়ে পানির অন্তঃপ্রবাহ বা আন্তঃপ্রবাহ বা বহিঃপ্রবাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত খনন ও সংস্কার করা যাবে;

১৪.৩ জলাশয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত রেখে এবং জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

১৪.৪ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল এবং জলজ পরিবেশ, প্রতিবেশের উন্নয়নকল্পে জলাশয়ের যে কোন ধরনের পরিবর্তন করা যাবে;

১৪.৫ জলমহালের উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল এবং জলজ পরিবেশ, প্রতিবেশ রক্ষা করে প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন ব্যবস্থাপনা করা যাবে;

১৪.৬ অভয়াশ্রমকে শব্দদূষণ হতে বিরত রাখতে হবে।

১৫.০ মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সমতা ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি:

১৫.১ অভয়াশ্রম স্থাপন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ইত্যাদি সকল পর্যায়ে নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে;

১৫.২ অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মাছ ধরা থেকে বঞ্চিত হওয়া মৎস্যজীবী বা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচীর আওতায় নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৬.০ মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম তত্ত্বাবধান

(ক) মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালকগণ, জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ এবং সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ –

(১) স্ব-স্ব বিভাগ, জেলা ও সংশ্লিষ্ট উপজেলার মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন;

(২) মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং সুষ্ঠুভাবে মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন;

(৩) বিভাগীয় উপপরিচালকগণ মৎস্য অধিদপ্তরের চাহিদা মাফিক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ছক অনুসরণে স্ব স্ব বিভাগের একীভূত প্রতিবেদন মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন।

(খ) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর দেশব্যাপী মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রয়োজন অনুসারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

১৭.০ বিবিধ

১৭.১ এই নির্দেশিকার প্রযোজ্য অংশ অনুসরণপূর্বক জেলা/উপজেলা পরিষদ বা অন্য কোন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা করতে পারবে;

১৭.২ এই নির্দেশিকার পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধনের যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করবে এবং অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করতে পারবে;

১৭.৩ এইরূপ জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সব সিদ্ধান্ত নির্দেশিকার অংশ হিসাবে গন্য হবে। এই উপ-অনুচ্ছেদের সংশোধনী অন্তর্ভুক্তের পূর্বে সরকার কোন সংশোধন আনয়ন করিলে তা' এ উপ-অনুচ্ছেদের অধীন আনয়ন করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে; এবং

১৭.৪ এই নির্দেশিকার কোন বিষয় অস্পষ্ট থাকিলে তা সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ করতে পারবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।